গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
www.ssd.gov.bd

সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ/ আড্ডা, তারিখ - ২০.০২.২০১৮ খ্রি., স্থান - সম্মেলন কক্ষ
মূল প্রবন্ধ [কী নোট পেপার (Key note paper)]

বিষয়ঃ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে নিজ পরিবারের প্রতি দায়িত্ব – কর্তব্য পালনের প্রসংগটি দেশ ও জনগণের জন্য আইনানুগ সেবা প্রদানের চাইতে অধিকতর কম গুরুত্বপূর্ণ।

সূচনাঃ পরিবারের সাধারণ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, এটি এমন একটি গ্রুপ যেখানে দু'জন অভিভাবকের তত্বাবধানে তাঁদের সন্তান বা সন্তানেরা একটি একক সত্বা হিসেবে বসবাসরত। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত আইনের পরিসীমায় কোনো ব্যক্তির পরিবার বলতে তাঁর স্ত্রী/ স্বামী – সহ সন্তান/ সন্তানবর্গ এবং একইসাথে নিজ পিতা – মাতা – কে বুঝানো হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বলতে রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, জন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রতিষ্ঠান যা' সরকারি আদেশে বা কোনো আইন বা আইনের অনুবলে সংঘটিত বা প্রতিষ্ঠিত (প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে কর্মরত এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর সংজ্ঞাভূক্ত হবেননা) সংগঠনে কর্মরত।

আর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র যেখানে নির্দিষ্ট অখন্ড ভূমিতে প্রায় ১৬ কোটি জনসমষ্টি সংসদীয় গণতন্ত্রের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত মহান সংবিধানের দ্বারা দেশ পরিচালনা করছে। বিচার বিভাগ ও অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থাগুলো সরকার তথা নির্বাহী বিভাগের সম্পূরক শক্তি হিসেবে জাতীয় সংসদ প্রণীত আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করছে।

রাষ্ট্র ও পরিবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যঃ

রাষ্ট্র	পরিবার
বিপুল জনসমষ্টি অধিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম নির্দিষ্ট ভূখন্ড যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে জনগণের আশা – আকাঙ্খাসমূহ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।	আইনসংগত বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি একক সত্বা যা' সমাজের একক।
রাষ্ট্রের ধ্যান ধারণা অনেক ব্যাপক পরিসরভূক্ত যেখানে এঁর অন্তর্গত সমগ্র জনসমষ্টির অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তির সামষ্টিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে পরার্থপরতার মৌলিক চেতনার মাধ্যমে।	একটি পরিবারভূক্ত জনাকয়েক মানুষের জীবন - যাপন প্রবাহ সীমিত গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে অনেকটা নিজ স্বার্থপরতায় প্রবাহিত হয়ে থাকে।
সুযোগ্য সরকার ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করতে পারে যেখানে সমগ্র জনসমষ্টি ভোটাধিকারের মাধ্যমে সংসদীয় গনতন্ত্র তথা সরকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে।	রাষ্ট্র অগণিত পরিবার ধারণ করলেও পরিবারভূক্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনসমষ্টি এককভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনা।

পেপার প্রস্তুতের তারিখঃ ০৮.০১.২০১৮ খ্রি. *পেপার সদয় অনুমোদনের তারিখঃ ১০.০১.২০১৮ খ্রি.*

রাষ্ট্রের প্রতি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের দায়িত্ব বনাম নিজ পরিবারের জন্য কর্তব্য

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ দেশের অতি স্বল্প সংখ্যক ভাগ্যবান মানুষ যাঁরা একটি স্থায়ীত্বপূর্ণ সম্মানজনক চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে দেশ ও মানুষের সেবায় আইনানুগভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারছে। পাশাপাশি নিজ পরিবারের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণসহ আপামর সাধারণ জনসাধারণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জীবন যাপন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের উপানুচ্ছেদ নং ২১(২) অনুযায়ী সকল সময় জনসেবায় আত্মনিয়োগে সচেষ্ট থাকা প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীর দায়িত্ব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ব্যক্তির চেয়ে দেশকে যুক্তিসংগতভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেহেতু প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের পরিবারের দেখ্ ভালের দায়িত্ব অনেকাংশেই রাষ্ট্র অতি সুনিশ্চিত করেছে, সেহেতু দেশ সেবার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত অগনিত পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর মহান দায়িত্ব পাব্ লিক সার্ভেন্টদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাদের দেশের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা সুবিশাল জনসমষ্টির অধিকাংশের তুলনায় বেশি নিরাপদ সামাজিক জীবন যাপন করে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা দিনমজুর বা বেসরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত কিংবা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের জীবন সংগ্রামে বা জীবনমান উন্নয়নে নিরন্তর চ্যালেঞ্জিং কর্মকান্ডে লিপ্ত; যেহেতু তাঁদের পেশায় স্থায়ীত্বের দেখা পাওয়ার বিষয়টি বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন – এঁর Survival of the fittest থিওরীর সাথে সাযুজ্যতাপূর্ণ। পক্ষান্তরে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ একটি জীবিকার ঝুঁকিবিহীন চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে দেশের বিশাল জনসমষ্টির ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার দুর্লভ সুযোগপ্রাপ্ত যাঁর অনুবলে জাতীয় উন্নয়নে অনেক অবদান রাখা সম্ভব হচ্ছে। এমনকি, একজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি শারিরীক বা মানসিকভাবে অক্ষম হলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে, তাঁর পরিবার সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভেসে যায়না, বরং রাষ্ট্র তাঁদের দায়িত্ব পরম মমতায় কাঁধে তুলে নেয়।

একজন ব্যক্তি যিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী নন্ , তাঁর উপার্জন অনেক সময় নানাবিধ আর্থ - সামাজিক কারণে বাধাগ্রস্থ হতে পারে যা' নিজ পরিবারকে অনেকটা অনিশ্চিয়তার মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণের উপার্জন তথা বেতন – ভাতাদি সম্পূর্ণ নিরবিচ্ছিন্ন যা' রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে নিয়মিত প্রদান করা হয়ে থাকে। আর একজন পাব্ লিক সার্ভেন্টের সততাপূর্ণ দক্ষ ও অনবদ্য জনসেবা পারে প্রজাতন্ত্রের সুবিশাল জনসমষ্টির জীবন যাপনকে অধিকতর নিরাপদ করার মাধ্যমে নিজ পরিবারের পাশাপাশি কোটি কোটি পরিবারকে উন্নত সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টিত পরিবেশ উপহার দিতে।

সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, আমাদের দেশে একজন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও তাঁর পরিবার একটি নিজস্ব সুবিধাভূক্ত নিরাপদ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে থাকে যেখানে অনিশ্চিয়তা নেই বললেই চলে; পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য সাধারণ জনগণ পরিবর্তনশীল বিশ্বে আর্থ – সামাজিক অভিযোজনের সাথে খাপ খাইয়ে রাষ্ট্রীয় সুবিধার আইনসংগত বলয়ে নিজ নিজ পরিবারের ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াসপথে নিরন্তর চ্যালেঞ্জে লিপ্ত থাকে।

আর তাইতো রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ নিজ পরিবারের জন্য আত্মনিয়োগের পাশাপাশি অধিকতর ব্যপক পরিসরে দেশের কোটি কোটি পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিরন্তর আইনসংগত সেবা প্রদান করে যাবে। আর তাইতো কবি কামিনী রায়ের ভাষায় – "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।

পেপার প্রস্তুতের তারিখঃ ০৮.০১.২০১৮ খ্রি. *পেপার সদয় অনুমোদনের তারিখঃ ১০.০১.২০১৮ খ্রি.*